Islamic Religious Council of Singapore

Aidiladha Sermon

17 June 2024 / 10 Zulhijjah 1445H

Sacrifice Begets *Taqwa* and Goodness

কোরবানী থেকে তাকওয়া এবং সৎ চরিত্রের জন্ম হয়

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ

اللهُ أَكْبَرُ مَا تَقَرَّبَ العَبْدُ بِقُرْبَان

اللهُ أَكْبَرُ مَا رَغِبَ العَابِدُونَ فِي الغُفْرَان

اللهُ أَكْبَرُ مَا حَمِدَهُ الإِنْسُ وَالْجَانّ

الله أَكْبَرُ مَا جَرَتْ الكَوَاكِبُ بِحُسْبَان

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ

لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَصَّ بِالْحَجِّ ذَا الْحِجَّةِ، وَحَطَّ الذُّنُوبَ عَمَّن قَصَدَ فِيهِ الْبَيْتَ الحَرَامَ وَحَجَّهُ، وَعَظَّمَ الأَجْرَ لِمَنْ أَظْهَرَ فِيهِ التَّكبِيْرَ وَعَجَّهُ، وَأَشْهَدُ

أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي كَسَاهُ مِنْ حُلَلِ النُّبُوَّةِ وَالْبَهْجَةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ مَا حَمَلَ سَحَابٌ مَاءً وَمَجَّهُ. فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

উপস্থিত সুধী যারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা,

আজকের এই আশীর্বাদে পূর্ণ সকালে, আসুন আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি আরও বেশী বেশী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং তাঁর প্রতি আমাদের তাকওয়া শক্তিশালী করি। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা জুলহাজ্ব মাসের পবিত্র এবং মহান এই দিনগুলি উদযাপন করার সুযোগ পেয়েছি। এই কয়েকটি দিন আমাদেরকে কোরবানীর অর্থ, তাকওয়া, এবং সৎ চরিত্রের কথা স্মরণ করায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন পবিত্র জুলহাজ্ব মাসে করা আমাদের সকল ইবাদত কবুল করেন। আমীন।

اَللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ ،
اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .

উপস্থিত সম্মানিত মুসলিম বন্ধুগণ,

আসুন আমরা সবাই উদার মনে দান খয়রাত করি এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করি। মনে রাখবেন, সব লোভ থেকে নিজেকে মুক্ত করা এবং ব্যাক্তিগত স্বার্থের চেয়ে বৃহত্তর স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়াই হ'ল সত্যিকারে কোরবানী। এর সবকিছুই আমরা করি ইহসান বা সততার সঙ্গে, উদারতা এবং মাধুর্যের সঙ্গে, এবং পরম করুণার সঙ্গে। এই প্রসঙ্গে বলতে হয়, বিশ্ব শান্তি ও পরিবেশের সুস্থতা রক্ষা করা হ'ল মানুষ হিসাবে বিশেষতঃ মুসলিম হিসাবে, এই বিশ্বে আমাদের অন্যতম

গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এই দায়িত্বকে বলা যায় আমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহানহু ওয়া তাআলার প্রতি আমাদের বিশ্বাসের একটি অংশ।

আজ, এই মহিমান্বিত ঈদ উল আদহার দিন আমাদেরকে স্মরণ করায় কোরবানীর সঠিক অর্থ যা দিয়ে সার্বজনীন শান্তি ও সুখ অর্জন করা যায়। যার সব কিছুই করা হয় পূর্ণ সততা ও করুণার সঙ্গে।

হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর মহিমাময় ত্যাগের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি মুসলমানদেরকে এবং বিশ্বের অন্য সবাইকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে কোরবানী করার জন্য কোন কিছুই মহামূল্যবান নয় যখন সেই কোরবানীর নির্দেশ আসে আল্লাহর কাছ থেকে এবং যখন তা আমাদেরকে বৃহত্তর কোন মঙ্গলের দিকে পরিচালিত করে।

আমাদের কোরবানী কেমন হওয়া উচিত তার একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বর্ণনা পাওয়া যায় কোরবানীর পশুর শরীর থেকে নিঃসারিত রক্তে। ঘৃণ্য সব বৈশিষ্ট্য যা মানুষের অন্তরকে কলুষিত করে যেমন, লোভ, স্বার্থপরতা, এবং মানবিক মূল্যবোধের প্রতি অবহেলা আমাদের জীবনে এবং আমাদের পরিবেশে শুধু ধ্বংসই নিয়ে আসে।

আমরা যে প্রতি বছর কোরবানী করি, তার উদ্দেশ্য হ'ল ধার্মিক ও ভাল মানুষের অন্তরকে শক্তিশালী করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বাণীর প্রতি মনোযোগ দিলেই আপনারা তা বুঝতে পারবেন।

لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقۡوَىٰ مِنكُمۡۚ كَذَٰلِكَ
سَخَّرَهَا لَكُمۡ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٣٧

যার অর্থঃ "*তাদের মাংস আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না, তাদের রক্তও না, যা পৌঁছায় তা হ'ল তোমাদের* ***তাকওয়া।*** *এভাবেই তিনি তাদের তোমাদের অধীন করে*

দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে পার এই জন্য যে তিনি তোমাদের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, আর সুসংবাদ দাও ***সৎ কর্মপরায়নদের।***" (সুরা আল-হাজ, আয়াত ৩৭)

বস্তুতঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সবকিছুতে, এমনকি কোরবানী করাতেও দয়াশীলতাকে বাধ্যতামূলক করেছেন। নবীজীর (সাঃ) একটি সহীহ হাদিসে বলা হয়েছে,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

যার অর্থঃ "*সত্যিই আল্লাহ আয আওয়া জাল সব ব্যাপারেই দয়াশীল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই, তুমি যখন হত্যা কর (যুদ্ধের সময়), সর্বোত্তম উপায়ে হত্যা কর। এবং যখন তুমি কোরবানী কর, তা সর্বোত্তম উপায়ে কর। ছুরিতে ভালভাবে শান দিয়ে নাও এবং কোরবানীর আগে কোরবানীর পশুকে ঠাণ্ডা কর।*" (ইবনে মাজাহ, আহমাদ, আবু দাউদ, এবং আল-নাসাঈ বর্ণিত হাদিস)

সুবহান আল্লাহ! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সব ব্যাপারেই দয়াশীল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এবং নবীজীর নির্দেশও আমাদেরকে পশুপাখী, গাছপালা, মানুষ, প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি দয়াশীল হতে বলে। আমাদের প্রতিটি কাজেই দয়াশীল হতে হবে, এমনকি তা যদি ভীষণ কঠিন পরিস্থিতিতেও হয় যখন আপাতঃ দৃষ্টিতে দয়াশীলতা অপ্রযোজ্য মনে হতে পারে।

اَللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ ،
اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমার,

একটু আগে তিলাওয়াত করা আয়াতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার নিকটে যা পৌঁছায় তা কোরবানী করা পশুর মাংস কিংবা রক্ত নয়। বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে পৌঁছায় আমাদের তাকওয়া এবং আমাদের দয়াশীলতা।

আমাদেরকে অবশ্যই আত্মত্যাগের এই মনকে তৈরী করতে হবে। মানুষের পার্থিব লোভ যখন আমাদের জীবনে এবং পরিবেশে অসীম ধ্বংস নিয়ে আসে, তখন তার দায় দায়িত্ব আমাদেরকেই নিতে হবে, এবং এই লোভকে পরিহার করতে হবে।

পরিবেশের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার প্রতি আমাদের তাকওয়া এবং পরিবেশের প্রতি আমাদের সচেতনতার মাধ্যমে আমাদের এবং আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের মঙ্গলের জন্য পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে।

ধর্মপ্রাণ এবং ভাল মুসলিম হিসেবে, আমাদের কি সাম্প্রতিক গবেষণালব্ধ ফলাফল নিয়ে শংকিত হওয়া উচিত নয় যে দুই শত বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে বিগত দশ বছরে? বস্তুতঃ মানব ইতিহাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২০২৩ সালে!

আমরা ব্যাক্তিগতভাবেও এই সমস্যায় ইন্ধন জোগাচ্ছি যা আমরা নিজেরাই বুঝতে পারছি না। ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট এজেন্সীর তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে শুধুমাত্র সিঙ্গাপুরেই ৮ লক্ষ ১৩ হাজার টন খাদ্যবস্তু নষ্ট করা হয়েছে। গত পাঁচ বছর ধরে এই অপচয়ের পরিমান বেড়েই চলেছে। এক বছরে নষ্ট করা এই খাবারের পরিমান কতটা তা বুঝার জন্য দশটি ক্রুইজ শিপের কথা কল্পনা করুন। আকারে এবং ওজনে এক বছরে নষ্ট করা খাদ্যবস্তুর পরিমান দশটি ক্রুইজ শিপের সমতুল্য। আর এই অপচয় পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। যদিও

খাদ্যবস্তু রিসাইক্লিং করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে, তবে তার পরিমান মাত্র ১৮ শতাংশ।

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ভাবতে পারেন যে জলবায়ু পরিবর্তন এবং পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই, এবং তা যদি থেকেও থাকে, এটা শুধুমাত্র পৃথিবী ধ্বংস হবার আলামত। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, এই গুলি আল্লাহরই নির্দেশ, এবং মানুষ তা কোনভাবেই প্রতিহত করতে পারে না।

বস্তুতঃ ঘটনাগুলি ঘটছে আল্লাহর ইচ্ছাতেই। কিন্তু, বিশ্বাসী মুসলিম হিসাবে, আমাদেরও একটা ভূমিকা আছে এই চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলার সম্মুখভাগে থাকার। আমি এখন এমন একটা হাদিসের কথা বলব যাতে এই বিষয়ের গুরুত্বের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

একদিন একজন বেদুইন নবীজীর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেনঃ *"শেষ বিচারের দিন কখন আসবে? জবাবে রাসুল সঃ বললেন, "**তুমি তার জন্য কেমন প্রস্তুতি নিয়েছ**?" তিনি বললেন, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের প্রতি ভালবাসা।"* [ইমাম মুসলিম বর্ণিত হাদিস]

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, লক্ষ্য করুন নবীজী মুহাম্মদ সঃ কিভাবে বেদুইন লোকটিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন শেষ বিচারের দিনের জন্য তার কী প্রস্তুতি ছিল। এটা উপলব্ধি করুন যে ভাগ্যকে মেনে নেয়া এবং তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা দুইটি ভিন্ন বিষয়। যে কোন দুর্যোগ আঘাত হানার আগে আমাদেরকে অবশ্যই তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। শুধু আহাজারি করলে চলবে না এবং কিছু না করে বসে থাকা আমাদের উচিত হবে না। আরও খারাপ হয় যদি আমরাই পরিবেশের সেই ক্ষতির কারণ হয়ে থাকি। এটা নিশ্চয়ই পৃথিবীকে রক্ষা করার দায়িত্বপ্রাপ্ত বান্দাদের বৈশিষ্ট্য নয়।

اَللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ ،
اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .

আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

প্রকৃতি ও পরিবেশ আমাদের জন্য আল্লাহর অশেষ রহমত। তাকে ভোগ করতে হলে পরিবেশ রক্ষা করতে হবে। লোভী ও স্বার্থপর মনোবৃত্তি ত্যাগ করার মাধ্যমেই জীবন এবং পরিবেশকে রক্ষা করা সম্ভব। এর ফলে আমরা আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটা সুন্দর প্রকৃতি ও পরিবেশ রেখে যাতে পারব। এটাই প্রকৃত আত্মত্যাগ। এটাই তাকওয়া ও দানশীলতা। মনে রাখবেন, ভাই ও বোনেরা, আমরা এই পৃথিবীর মালিক নই। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে এই পৃথিবী দিয়েছেন যাতে আমরা তাকে রক্ষা করি।
ইহসান, যা একজন মুসলিমের জীবনের মূল নীতি, যেন আমাদেরকে এখনই সক্রিয় হতে উদ্‌বুদ্ধ করে, ক্ষতি হয়ে যাওয়ার পরে নয়। অনেক দেশই জলবায়ু পরিবর্তনের কুফল পেতে শুরু করেছে। ইজিপ্ট এবং আরও কোন কোন দেশে ৫০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের বেশী তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। অনেক দেশে হিট স্ট্রোকের কারণে মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। কল্পনা করুন তো, এই তাপমাত্রা যদি চরম পর্যায়ে পৌঁছায় তখন কি হতে পারে। তখন কি প্রতি শুক্রবার হেঁটে মসজিদে গিয়ে জুমআর সালাত আদায় করার মত শক্তি আমাদের থাকবে? যাঁরা হজ্ব পালন করতে গেছেন এই প্রচণ্ড গরমে তাঁদের কি অবস্থা হবে ভাবুন। আমি আশা করি শুধু স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক দিক থেকে নয়, সমস্যাটিকে আমরা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও বিবেচনা করতে পারি।

মুসলিম হিসাবে, যারা নিজেদেরকে পৃথিবীকে রক্ষা করার দায়িত্বপ্রাপ্ত মনে করে, এটা বলা বাহুল্য যে আমরা পরিবেশকে রক্ষা করব এবং তা সুরক্ষিত রাখব। এইসব

চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় সমাধান বের করার প্রচেষ্টায় আমাদেরকে সম্মুখভাগে থাকতে হবে। তার জন্য আমরা কি করতে পারি?

প্রথমতঃ ব্যাক্তিগত পর্যায়ে, আসুন আমরা প্রত্যেকেই পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়ে আমাদের সচেতনতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি করি। পরিবেশের ক্ষতি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় বুঝতে চেষ্টা করি। কিভাবে আমাদের প্রাত্যহিক কার্যকলাপ পরিবেশের ক্ষতি করে তা বুঝতে চেষ্টা করি। তারপর ক্ষতিকর কার্যকলাপ নিয়ে চিন্তাভাবনা করি। আমরা যেন লোভী না হই। অপচয় না করি। যতটা সম্ভব রিসাইক্লিনিং এর চেষ্টা করি। আমাদের এই ছোট ছোট কাজগুলিই সার্বিক পরিস্থিতির উপর বড় প্রভাব ফেলবে। কোন প্রচেষ্টাকেই ছোট করে দেখবেন না। আমাদের নবীজী সঃ তাঁর এক সাহাবা আবু জর-কে বলেছিলেন, "কোন ভাল কাজকেই ছোট ভেবো না, তা যদি স্মিত হাসি সহকারে তোমার ভাইয়ের সাথে দেখা হওয়ার মত কিছুও হয়।" [ইমাম মুসলিম বর্ণিত হাদিস]

দ্বিতীয়তঃ পরিবেশ সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা ও অন্যান্য প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেয়া। মুসলমানদেরকে এই সব সৃজনশীল প্রচেষ্টা ও গবেষণার অগ্রভাগে থাকতে হবে।

তৃতীয়তঃ এই লক্ষ্য অর্জনের পথে সমাজের সকলকে উৎসাহিত করতে ও শিক্ষিত করে তুলতে সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে একতাবদ্ধ হতে হবে। পরিবেশ রক্ষার প্রচেষ্টা আমাদের ইবাদতের অংশ। ইহা শরীয়ার একটি উদ্দেশ্য ও নীতিকে সমুন্নত রাখার প্রচেষ্টা। আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত তাকওয়া এবং আমাদের অন্তরে সৎ আচরণকে লালন করার চেষ্টা করা। আমরা যা কিছু করি, তার সবকিছুই সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে করা উচিত। মনে রাখবেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনে বারবার বলেছেন, "কার্যতঃ আল্লাহ সৎকর্ম পালনকারীদের পছন্দ করেন।" এবং আটটি আয়াতে আল্লাহ বলেছেন "এবং এইভাবেই আমরা সৎকর্ম

পালনকারীদের পুরস্কৃত করি।" আরও অনেক অনেক আয়াতে আল্লাহ সৎকর্ম পালনকারীদের পুরস্কৃত করার কথা উল্লেখ করেছেন।

اَللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ ،
اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .

আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

আসুন আমরা আমাদের সব কাজ সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে করতে চেষ্টা করি। আসুন আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই যে আমাদের চরিত্রে লোভ, স্বার্থপরতা, এবং নিজেকে অগ্রাধিকার দেয়ার মত ঘৃণ্য বৈশিষ্ট্যগুলিকে ত্যাগ করব। সেটাই প্রকৃত আত্মত্যাগ, সঠিক কুরবানী। আমরা জানি যে বিশ্বে শান্তি রক্ষা করা এবং পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখা ইবাদতের অংশ, এবং তা এই পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহর কাছ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা যেন আমাদের কুরবানীকে গ্রহণ করেন, আমাদের অন্তরকে বিশুদ্ধ করেন যাতে আমরা তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারি, এবং আমাদেরকে তাঁর ধর্মপ্রাণ ও ভাল বান্দাদের কাতারে সামিল করেন। এবং তিনি যেন আমাদের মনে তাঁর প্রতি ভালবাসা, তাঁর নবীদের প্রতি ভালবাসা, এবং সকল ভাল কাজের প্রতি ভালবাসা স্থাপন করেন যাতে আমরা তার নৈকট্য লাভ করতে পারি। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন।

اَللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ ،
اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَ لَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

Second Sermon

اللهُ أَكبَر X 7

الْحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنهُم وَالْأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالْمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ الْبُلْدَانِ عَامَّةً، يَارَبَّ الْعَالَمِينَ.

اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذْكُرُوا اللهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.